ত্রৈমাসিক

বন্ধু চুলা বার্তা

জ্বালানি বাঁচায় খরচ কমায় স্বাস্থ্য রাখে ভালো,
ঘরে ঘরে তাই বন্ধু চুলা জ্বালো

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৪, পৌষ ১৪২০

বন্ধু চুলা কি?

'বন্ধু চুলা' একটি উন্নত প্রযুক্তির চুলা। এটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে সহজলভ্য উপকরণে তৈরি। ছাঁকনি, চিমনি এবং টুপি এই চুলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ছাঁকনির উপর জ্বালানি পোড়ানো হয়। ধোঁয়া চিমনি দিয়ে ঘরের বাইরে চলে যায়। বন্ধু চুলায় কোনো ঝিঁকা না থাকায় আগুনের তাপ বেশি কাজে লাগে। বন্ধু চুলার জ্বালানি দক্ষতা ২৭%-২৯%।

এই চুলা ব্যবহারের সুফলঃ

- প্রচলিত চুলার তুলনায় অর্ধেক জ্বালানি সাশ্রয় হয়।
- রান্নাঘর ধোঁয়া ও দূষণমুক্ত থাকে।
- চোখ জ্বালা, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, মাথাব্যথা ও ক্যান্সারের মত রোগের ঝুঁকি কমে।
- রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন, কালি ও ঝুলমুক্ত থাকে।
- অগ্নিজনিত দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমে যায়।
- গ্রীণ হাউজ ইফেক্ট কমাতে সাহায্য করে।
- একটি বন্ধু চুলা ব্যবহারে বৎসরে ১.৭ টন কার্বন ডাই অক্সাইড কম নির্গমন হয়।

প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায় **'চ্যানেল আই'** তে 'বন্ধু চুলায় সুস্বাদু রান্না' ও 'পরিবেশবান্ধব বন্ধু চুলা নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান' দেখুন...

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বাণী

আমাদের দেশে সনাতন পদ্ধতির চুলায় রান্না করার কারণে জ্বালানি কাঠের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার হচ্ছে। এতে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এই চুলায় রান্নাঘরের ধোঁয়ার কারণে নারী ও শিশুরা শ্বাসযন্ত্রের নানা রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ বাড়ছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও জিআইজেড এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর যৌথ উদ্যোগে 'বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ' শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশব্যাপী ৫ (পাঁচ) লাখ পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বন্ধু চুলা স্থাপনের লক্ষ্য অর্জন এবং ২৮টির মতো গ্রাম শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রামে পরিণত হয়েছে।

এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিকট ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি গ্রাম শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রামে পরিণত হবে। এর মাধ্যমে নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষাসহ স্বল্প-স্থায়ী জলবায়ু দূষক হিসেবে Black Carbon ও গ্রীন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস পাবে। যা জলবায়ু পরিবর্তন ও মানব স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বন্ধু চুলার (উন্নত চুলা) বাজার সম্প্রসারণে জনসচেনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সনাতনী চুলার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যত বেশি মানুষ জানতে পারবে, তত বেশি মানুষ বন্ধু চুলা ব্যবহারে আগ্রহী হবে। আমি এই জনসচেতনতা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ার ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আগামীতে এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

বন্ধু চুলার পক্ষে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও এর সকল কার্যক্রমের তথ্য একসঙ্গে জানার সুযোগ করে দিতে 'বন্ধু চুলা বার্তা' প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। আমি 'বন্ধু চুলা বার্তা' প্রকাশনাসহ এ প্রকল্পের সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ গোলাম রব্বানী

বন্ধু চুলা বার্তা

উপদেষ্টা সম্পাদক
প্রকৌ. রতন কুমার ঘোষ

সম্পাদক মন্ডলী
হুরে জান্নাত
সুচিত্রা হাজং
মোঃ সোমেজ উদ্দিন

প্রচ্ছদ
প্রকৌ. রতন কুমার ঘোষ

যোগাযোগের ঠিকানা

বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম
এসজেড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লি.
৮/১২, ব্লক-বি, লালমাটিয়া
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৯১২৭৪৮৭
মোবা : ০১৮৩৩-১০৪১০০
ফ্যাক্স : ০২-৮১৫৪২২৯
e-mail : bondhuchula.communications@gmail.com
web : www.szbd.info

শুভেচ্ছা মূল্য : ১০.০০ টাকা

সম্পাদকীয়

পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হলো সনাতন পদ্ধতির চুলায় রান্না। সনাতন চুলায় রান্নার ফলে বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৫০ কোটি মণ লাকড়ি খরচ হয় ও রান্নার ধোঁয়াজনিত রোগের কারণে প্রায় ৪৬ হাজার নারী ও শিশু অকালে মৃত্যুবরণ করে (সুত্রঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ২০০৬)। শ্বাসনালী ও চোখের ভয়াবহ রোগে ভূগছে অসংখ্য মানুষ। এসব প্রচলিত চুলা অতিরিক্ত জ্বালানি অপচয় করে এবং রান্নাঘর ধোঁয়া ও কালিযুক্ত রাখে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ বিভিন্ন ধরনের উন্নত চুলা উদ্ভাবন করে। এসব উন্নত চুলার মধ্য থেকে চিমনি, ছাঁকনি ও ক্যাপযুক্ত চুলাকে বাংলাদেশে আরও ব্যবহারবান্ধব ও কার্যকর করে জার্মান উন্নয়ন সংস্থা-জিআইজেড সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেটি বর্তমানে 'বন্ধু চুলা' নামে পরিচিত। একজন বন্ধু যেমন অন্যের উপকার করে তেমনি জ্বালানি সাশ্রয়ী, ধোঁয়ামুক্ত রান্নাঘর ও পরিবেশবান্ধব 'বন্ধু চুলা'- গৃহিনীর বন্ধু, প্রকৃতির বন্ধু, দেশের বন্ধু, সর্বোপরি পৃথিবীর বন্ধু হিসেবে কাজ করছে।

আনন্দের বিষয়, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) পরিবার জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বন্ধু চুলা ব্যবহার করছে এবং প্রতি মাসে প্রায় ৮০,০০০ (আশি হাজার) এরও বেশি পরিবারে বন্ধু চুলা পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর ও জিআইজেড-এর যৌথ উদ্যোগে 'বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ' নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পটি অক্টোবর ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ সালের মধ্যে সারাদেশে ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) বন্ধু চুলা স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করে। এই পদক্ষেপ প্রচলিত চুলার পরিবর্তে বন্ধু চুলার ব্যবহার নিশ্চিতকরণে এদেশের রান্না ঘরে নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

বন্ধু চুলা প্রোগ্রামের সাফল্যকে আরও উজ্জীবিত করে রাখতে বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম 'বন্ধু চুলা বার্তা' নামে একটি 'ত্রৈমাসিক' প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 'বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ' প্রকল্পের প্রথম পর্বের সফল সমাপ্তি উপলক্ষে 'বন্ধু চুলা বার্তার' এটি প্রথম প্রকাশনা। আশা করছি 'বন্ধু চুলা বার্তায়' প্রকাশিত তথ্য ও লেখাসমূহ বন্ধু চুলার সঠিক খবর, অগ্রগতি ও সাফল্য খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছে দিবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার তাগিদে 'বন্ধু চুলা' সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ও গতিশীল অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। 'বন্ধু চুলা বার্তার' একটি ইংরেজি সংক্ষিপ্তরূপ www.szbd.info ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করতে যারা প্রবন্ধ, কবিতা ও সাফল্যের গল্প পাঠিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রকাশনাটি খুব অল্প পরিসরে হওয়ায় সকলের পাঠানো তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না, আশা করছি পরবর্তী প্রকাশনায় সম্ভব হবে। সম্পাদনা ও প্রকাশনায় সম্পৃক্ত সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

Message

'The other energy crisis' is the daily struggle that most poor people in the world face, to find the means to cook their daily meal. Even if they can find fuel to cook with, they have to deal with dangerous levels of indoor pollution, caused by burning biomass in traditional stoves. This can have a serious effect on the health of the entire family. Millions of people are thus negatively affected.

Forty years ago, this other energy crisis was first identified and improved energy saving stoves with chimneys proposed as a possible means to address the problem. They used less fuel and removed the smoke from the kitchen. For forty years development agencies have been promoting improved stoves all over the world with very mixed but mainly poor results that have sometimes called onto question their efficacy.

Bangladesh's Bondhu Chula Programme is a shining example of how to get a stove programme right. About 1.5 million families now use the Bondhu Chula stove and the programme is expanding at the rate of almost 80,000 stoves per month. This is a tremendous achievement which according to my knowledge is unequaled anywhere else in the world. Becoming a world leader in anything positive requires huge effort and this has clearly been the case in the Bondhu Chula Programme: its managers and staff have shown an extremely high level of dedication and perseverance. For this, they all have our gratitude and admiration. Thank you 'Bondhu Chula Team' for your efforts and congratulations on your unprecedented success.

David Hancock
Programme Manager
Sustainable Energy for Development (SED), GIZ Bangladesh.

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসে ৫ লক্ষ বন্ধু চুলা স্থাপন-একটি মাইলফলক

কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশ্‌মী
প্রকল্প পরিচালক, বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ ও পরিচালক (পরিকল্পনা) পরিবেশ অধিদপ্তর

পাথরে পাথরে ঘর্ষণে আগুনের সন্ধান, মানব সভ্যতার বিবর্তনে এক নব-দিগন্ত সূচিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জ্বালানি বা শক্তির ব্যাপক ব্যবহার মানব সভ্যতাকে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান জ্বালানির চাহিদা মেটাতে বনজ সম্পদের ওপর চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৬ -৭ ভাগ পরিবার প্রাকৃতিক গ্যাসে রান্না করার সুযোগ পায়। অবশিষ্ট প্রায় তিন কোটি পরিবারকে রান্নার জন্য জৈব জ্বালানি, যেমন- কাঠ, খড়-কুটা, গোবর ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয়। এক হিসেবে জানা যায় যে, বছরে বাংলাদেশে প্রায় ১৫০ কোটি মণ জৈব জ্বালানি ব্যবহৃত হয়। সনাতনী চুলা ব্যবহারের কারণে একদিকে যেমন জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য দায়ী গ্রীন হাউস গ্যাস হিসেবে পরিচিত কার্বন-ডাই অক্সাইড-এর শোষক বৃক্ষরাজি কমে আসছে, অন্যদিকে রান্নাঘরে দীর্ঘ সময় অবস্থানকালে স্বল্প-স্থায়ী জলবায়ু দূষক বা Short-Lived Climate Pollutants (SLCP) হিসেবে চিহ্নিত Black Carbon মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর হিসাব মতে, আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩২ হাজার শিশু ও ১৪ হাজার মহিলা শুধু রান্নাঘরের ধোঁয়াজনিত রোগের কারণে মারা যায়। এসব সমস্যা লাঘবে উদ্ভাবন করতে হয়েছে পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী উপকরণ।

এ প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর যৌথ অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর ও জিআইজেড "বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ" শীর্ষক একটি যৌথ প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৮ (আঠারো) মাস মেয়াদী এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশগত সমস্যা সমাধান ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় দেশব্যাপী বন্ধু চুলার টেকসই বাজার সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে সারা দেশে প্রায় ৫০০০ উদ্যোক্তা গড়ে তোলা হয়েছে। এ সকল উদ্যোক্তার সহায়তায় প্রতিটি গ্রামে ও শহরে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে বন্ধু চুলার বাজার সৃষ্টি করা এবং বিক্রয়োত্তর সেবার মাধ্যমে স্থাপিত চুলার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

'বন্ধু চুলা বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ' প্রকল্পের সকল পর্যায়ের নিবেদিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেচ্ছাসেবক, উদ্যোক্তা ও সর্বোপরি সবার সহযোগিতায় ডিসেম্বর ২০১৩ মাসে অর্থাৎ প্রকল্প মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার ৩ মাস পূর্বেই ৫ লক্ষ বন্ধু চুলা স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এতো অল্প সময়ে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সাফল্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় ও চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক অতিক্রম। চূড়ান্ত লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধা বঞ্চিত প্রায় ৩ কোটি পরিবারকে পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বন্ধু চুলা ব্যবহারের আওতায় এনে রান্নাঘরের কালো ধোঁয়াজনিত বিভিন্ন রোগের কারণে অকাল মৃত্যু থেকে মা ও শিশুকে রক্ষা করা ও জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার অর্ধেক কমিয়ে বৎসরে ৫ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমন হ্রাস করা।

বন্ধু চুলা দ্রুত সম্প্রসারণে গৃহিণী পর্যায়ে বন্ধু চুলার সুবিধাদি বোঝানো, উঠান বৈঠক, ভিডিও প্রদর্শনীর পাশাপাশি ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বন্ধু চুলাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে এই প্রচারণা ভবিষ্যতে আরও জোরদার করা হবে। বন্ধু চুলা কার্যক্রমের সকল তথ্য একসঙ্গে পাওয়ার লক্ষ্যে 'বন্ধু চুলা বার্তা' প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বন্ধু চুলার বাজার সম্প্রসারণে আরও সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। এই বার্তার ব্যাপক প্রচার আগামীতে বন্ধু চুলার বাজার সম্প্রসারণ তথা সবার জন্য বন্ধু চুলার ব্যবহার নিশ্চিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশে বন্ধু চুলা সম্প্রসারণ

ড.ইঞ্জি.খালেকুজ্জামান
ম্যানেজার, বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম

বাংলাদেশের প্রায় তিনকোটি পরিবারের অধিকাংশকেই রান্নার জন্য জৈব জ্বালানি, যেমন- কাঠ, খড়-কুটা, গোবর ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে হয় এবং রান্না হয় সাধারণতঃ সনাতন চুলায়। রান্নার সময় ধোঁয়া রান্না ঘরের মধ্যেই ছড়িয়ে থাকে। এই সব চুলার জ্বালানি দক্ষতা মাত্র ১০%-১৫%। এজন্য বাংলাদেশে বছরে ১৫০ কোটি মণ জ্বালানি খরচ হয়। এ জ্বালানি ব্যবহারের সাথে বৃক্ষনিধন,পরিবেশ দূষণ, কঠিন কায়িকশ্রম ও স্বাস্থ্যহানীর সম্পর্ক রয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০৬ সালের হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতি বছর ৩২ হাজার শিশু ও ১৪ হাজার মহিলা শুধু রান্নাঘরের ধোঁয়াজনিত রোগের কারণে মারা যায়। বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ ১৯৮০-র দশকে উন্নত চুলার উদ্ভাবন করে ও প্রসারে উদ্যোগী হয়। দুঃখজনকভাবে ১৯৯০-র দশকে এই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৬ সালে জার্মান উন্নয়ন সংস্থা জিআইজেড বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের (বিদ্যুৎ বিভাগ) সাথে যৌথভাবে উন্নত চুলা কার্যক্রম হাতে নেয়। এই চুলাকে 'বন্ধু চুলা' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। সেই সাথে চুলার উচ্চ মান ও বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বন্ধু চুলা একমুখী, জোড়া মুখী, দুইমুখী অথবা তিনমুখী হয়ে থাকে। শুরুতে মাটির তৈরি হলেও বর্তমানে বন্ধু চুলা শুধুমাত্র কংক্রীট দিয়ে তৈরি করা হয়। যেখানে শুকনো কাঠ, খড় ইত্যাদি জ্বালানি ব্যবহৃত হয় সেখানেই বন্ধু চুলা উপযোগী। জিআইজেড বন্ধু চুলার কার্যক্রমকে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য জিআইজেড সারাদেশে বন্ধু চুলা নির্মাণকারী সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোক্তারা বাণিজ্যিক ভাবে বন্ধু চুলা নির্মাণ, স্থাপন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করে থাকে। জিআইজেড তাদের এ প্রচেষ্টায় যাবতীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে ৫০০০ এর বেশি উদ্যোক্তা বন্ধু চুলা তৈরি ও স্থাপন করছেন। এযাবৎ প্রায় ১৫ লক্ষ বন্ধু চুলা স্থাপিত হয়েছে এবং সেগুলি প্রতিদিন ব্যবহৃত হচ্ছে। এই চুলার প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে বন্ধু চুলার স্থাপনের গতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমানে মাসে প্রায় ৮০,০০০ বন্ধু চুলা তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও জিআইজেড, প্রশাসন, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং সামাজিক সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় করে বন্ধু চুলা সম্প্রসারণকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে এই উদ্যোগের ফলে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি বাড়িতে বন্ধু চুলা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে রান্নাজনিত স্বাস্থ্যহানী ও বৃক্ষনিধন রোধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।

আদমপুর সর্বপ্রথম ঘোষিত শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রাম

গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার কাটাবাড়ী ইউনিয়নে আদমপুর গ্রামকে গত ৯ নভেম্বর, ২০১৩ 'শতভাগ বন্ধু চুলাব্যবহারকারী গ্রাম' হিসাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। আদমপুর গ্রাম ছাড়াও ইতোমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় আরও ৩০ টি গ্রামের শতভাগ পরিবার 'বন্ধু চুলা' ব্যবহার করছে।

'আদমপুরকে শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রাম' ঘোষণা উপলক্ষে কাটাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জহুরুল ইসলাম রোহেল, জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা জেলা। বিশেষ অতিথি ছিলেন- কাজী সারওয়ার ইমতিয়াজ হাশ্‌মী, পরিচালক (প্ল্যানিং), পরিবেশ অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক, বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ, জনাব আবি আবদুল্লাহ্‌ উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এবং ড. ইঞ্জি. এম খালেকুজ্জামান, ম্যানেজার, বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আশরাফুল জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা, গাইবান্ধা। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আদমপুর গ্রামে বন্ধু চুলা স্থাপনকারী উদ্যোক্তা আশরাফুল স্যানেটারীর স্বত্ত্বাধিকারী নুর মোহাম্মদ (নান্নু মিয়া), বিভাগীয় ব্যবস্থাপক বুলমাজুম সরকার বুলবুল, জেলা ব্যবস্থাপক মোহনা আক্তার, সহকারী জেলা ব্যবস্থাপক মুশতাক্‌ আহম্মেদ, স্বেচ্ছাসেবক নুরনাহার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান কাটাবাড়ি ইউনিয়ন জনাব জুবায়ের হোসেন শফিক মাহমুদ গোলাপ। স্থানীয় সাঁওতাল শিশুরা গান ও নৃত্যের তালে তালে পুষ্প নিবেদনের মাধ্যমে অতিথিগণকে বরণ করে নেয়। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ আশা প্রকাশ করেন যে, আদমপুর গ্রামের মতো একদিন সমগ্র বাংলাদেশ শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করবে। ড. ইঞ্জি. এম খালেকুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে বন্ধু চুলার সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা, ভলান্টিয়ার, সহকারী জেলা ম্যানেজার, বিভাগীয় ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মকর্তা, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিসহ সকলকে অভিনন্দন জানান এবং আশা প্রকাশ করেন যে, আদমপুর গ্রামে শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারের যে সূচনা হয়েছে তা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে বিস্তৃত হবে এবং সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ধোঁয়ামুক্ত ও পরিবেশবান্ধব সাশ্রয়ী চুলার দেশে পরিণত হবে। আলোচনা সভা শেষে 'আদমপুর শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রাম' এর স্বীকৃতি স্বরূপ একটি ফলক উন্মোচন করা হয়।

খড়মখালী শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রাম

গত ২১ নভেম্বর ২০১৩ বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলায় চরবানিয়ারী ইউনিয়নে খড়মখালী গ্রামকে শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রাম হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এ উপলক্ষ্যে চিতলমারী উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন পরিবেশ অধিদপ্তর, জিআইজেড ও বন্ধু চুলার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় প্রশাসন। বক্তাগণ বন্ধু চুলার এ সাফল্যকে স্বাগত জানিয়ে বন্ধু চুলা প্রোগ্রামকে আরও বেগবান করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা সভা শেষে 'খড়মখালী শতভাগ বন্ধু চুলা ব্যবহারকারী গ্রাম' এর ফলক উন্মোচন করা হয়।

সমাপনী উৎসব

সমগ্র বিশ্ব যখন পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত তখন বাংলাদেশেও পরিবেশ রক্ষায় গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। তারই ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, অর্থনৈতিক সাশ্রয় ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এই চারটি মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর ও জিআইজেড এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় দেশ জুড়ে সনাতন চুলার পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব বন্ধু চুলা প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয়। অক্টোবর ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৪ সালের মধ্যে ৫ লাখ বন্ধু চুলা স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। বন্ধু চুলা প্রোগ্রামের সাথে সম্পৃক্ত সকল সহযোগীর আন্তরিক সহযোগীতায় এবং সকল কর্মীর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ডিসেম্বর ২০১৩ সালের মধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়। বন্ধু চুলা প্রোগ্রামের এ সাফল্যে সারা দেশব্যাপী প্রত্যেক জেলা ভিত্তিক ব্যাপক আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে সমাপনী উৎসবের আয়োজন করা হবে। উক্ত সমাপনী উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন সংশিষ্ট জেলার সকল বন্ধু চুলা কর্মী ও উদ্যোক্তা, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ও স্থানীয় জনসাধারণ।

পরিবেশ নীতি বিষয়ে কর্মশালা

মোঃ কামাল হোসেন

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সিরডাপ মিলনায়তনে 'জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৩' এর উপর একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী বক্তব্যে অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়- ড. অপরূপ চৌধুরী জাতীয় পরিবেশ নীতির খসড়া তৈরির বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরেন। খসড়া পরিবেশ নীতি উপস্থাপন করেন, যুগ্ম সচিব পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা) ড. সুলতান আহমেদ। প্রধান অতিথি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী বলেন পরিবেশ নীতি খুবই জরুরী এবং আশা প্রকাশ করেন তা বাংলাদেশের পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ তাদের সুচিন্তিত মতামত তুলে ধরেন। অনুষ্ঠিত কর্মশালাটির সহযোগীতায় ছিল বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম।

বাংলাদেশ স্কাউটস ও বঙ্গ চুলা

পরিবেশবান্ধব জ্বালানি সাশ্রয়ী 'বঙ্গু চুলা' কার্যক্রমকে দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জিআইজেড যৌথ উদ্যোগে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১১-২০১৩ সাল পর্যন্ত 'বাংলাদেশ স্কাউটস্' যতগুলো প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে তার বেশির ভাগেই 'বঙ্গুচুলা প্রোগ্রাম' নিজস্ব স্টলে কুইজ ও পুরস্কার বিতরণীসহ বিভিন্ন বিষয়ে স্বাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছে।

এছাড়াও সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত ৫৭৯ টি বিদ্যুৎ ক্যাম্পে 'বঙ্গুচুলা প্রোগ্রাম' অংশগ্রহণ করে স্কাউটারদের 'বঙ্গু চুলা' সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণ শেষে রোভার স্কাউটাররা আশেপাশের গ্রামগুলোতে বঙ্গু চুলার উপকারিতা ও ব্যবহারবিধির উপর প্রচার- প্রচারণামূলক কাজ করে থাকে।

বঙ্গু চুলা প্রোগ্রামের মনিটরিং

মো. জাকির হোসেন
মনিটরিং বিভাগ, বঙ্গু চুলা প্রোগ্রাম

স্বচ্ছতা, দক্ষতা, সততা ও আন্তরিকতা এ চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বঙ্গু চুলা প্রোগ্রামের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর সেজন্য এ প্রোগ্রামের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো মনিটরিং। সমগ্র দেশব্যাপী স্থাপিত বঙ্গু চুলাগুলোর পরীক্ষণ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য মনিটরিং এর কোনো বিকল্প নেই।

বঙ্গু চুলা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত দুই স্তর বিশিষ্ট মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। প্রথম স্তরে মাঠ পরিচালনা বিভাগ কর্তৃক মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ পর্যায়ে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক, জেলা ব্যবস্থাপক, সহকারী জেলা ব্যবস্থাপক ও প্রমোশনাল ভলান্টিয়ারগণ তাদের কর্ম এলাকায় স্থাপিত বঙ্গু চুলা মনিটরিং করে থাকেন।

দ্বিতীয় স্তরে মনিটরিং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে সরাসরি প্রোগ্রাম অফিসের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মনিটরিং অফিসারগণ দ্বারা সরাসরি মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত বঙ্গু চুলা মনিটরিং করানো হয়। মনিটরিং অফিসারদের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গু চুলা প্রোগ্রামের নিজস্ব মনিটরিং ছাড়াও জিআইজেড ও বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর স্বতন্ত্রভাবে মাঠ পর্যায়ে স্থাপিত বঙ্গু চুলার মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

আমরা শোকাহত

মোঃ আনিসুর রহমান, বঙ্গু চুলা প্রোগ্রামে সহকারী জেলা ম্যানেজার হিসাবে বরগুনা সদরে কর্মরত ছিলেন। তিনি গত ১২/১২/২০১৩ইং তারিখে মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্ড়েকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া থানায় মরহুমের নিজ বাড়িতে তার লাশ দাফন করা হয়েছে। মোঃ আনিসুর রহমানের মৃত্যুতে বঙ্গু চুলা টিম গভীর ভাবে শোকাহত। আমরা মরহুমের র"হের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোক-সন্ড়প্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

আমরা শোকাহত

নাটোর জেলার গুর"দাসপুরে বঙ্গু চুলা প্রোগ্রামের সফল উদ্যোক্তা ছিলেন মোঃ এনামুল হক। তিনি গত ২৯/১২/২০১৩ইং তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্ড়েকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি বঙ্গজননী নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নাটোর জেলার গুর"দাসপুর থানার চরকাদহ গ্রামে মরহুমের নিজ বাড়িতে তার লাশ দাফন করা হয়েছে। মোঃ এনামুল হকের মৃত্যুতে বঙ্গু চুলা টিম গভীর ভাবে শোকাহত। আমরা মরহুমের র"হের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোক-সন্ড়প্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

এক নজরে বঙ্গু চুলা কার্যক্রম

(ডিসেম্বর ২০১৩ হিসাব অনুযায়ী)

• কর্ম আওতাধীন জেলা :	দেশের সকল জেলা	
• কর্ম আওতাধীন উপজেলা:	প্রায় সকল উপজেলা	
• কর্ম আওতাধীন ইউনিয়ন :	৪,৫০০	টি
• উদ্যোক্তা :	৫,৪০০	জন
• স্থাপিত বঙ্গু চুলা :	১৫,০০,০০০	টি
• শতভাগ বঙ্গু চুলা ব্যবহারকারী গ্রাম :	৩০	টি
• বিভাগীয় ম্যানেজার :	১৬	জন
• সিনিয়র জেলা ম্যানেজার :	০৪	জন
• জেলা ম্যানেজার :	৪৯	জন
• সহকারী জেলা ম্যানেজার :	৩৫৬	জন
• ভলান্টিয়ার :	১,০৮৪	জন
• মনিটরিং অফিসার :	২০	জন
• বিভাগীয় অফিস :	১৬	টি
• জেলা অফিস :	৫৫	টি
• ইউনিট অফিস :	১২৮	টি
• ডিসেম্বর' ২০১৩ মাসে স্থাপিত চুলা :	৮০,০০০	টি

স্থানীয় সরকার সচিব মহোদয় কর্তৃক সকল জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরিত ডিও পত্রের অনুলিপি

দেশ জুড়ে পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বন্ধু চুলার ব্যবহার নিশ্চিত করা বন্ধু চুলা প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য। বন্ধু চুলা প্রোগ্রামকে আরও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মহোদয় গত ২৪/১১/২০১৩ তারিখে দেশের সকল জেলা প্রশাসক বরাবর একটি চিঠি প্রেরণ করেন (নিম্নে উক্ত চিঠির অনুলিপি সংযুক্ত করা হলো)। প্রেরিত চিঠিতে সচিব মহোদয় জেলা প্রশাসকগণকে নিজ নিজ জেলার সকল ইউনিয়নে বন্ধু চুলা কার্যক্রমকে আরও জোরদার করার জন্য বন্ধু চুলার কর্মী ও উদ্যোক্তাদের সার্বিক সহায়তা করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ: ২৪-১১-২০১৩

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৩ উদযাপন

'ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই' এবার পরিবেশ দিবসের এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে গত ৫ই জুন ২০১৩ সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে দিবসটি পালন করা হয়। পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর শেরে বাংলানগর, ঢাকায় ১১ দিনব্যাপী পরিবেশ মেলার আয়োজন করে। উক্ত পরিবেশ মেলায় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি জিআইজেড নিজস্ব স্টল স্থাপন করে। জিআইজেড এর স্টলে এসইডি প্রোগ্রামের সকল পণ্যের পাশাপাশি বন্ধু চুলা প্রদর্শিত হয়। পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম ঢাকাতে অনুষ্ঠিত পরিবেশ র‍্যালীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করে। এছাড়াও বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম রাজধানী ঢাকার সাতটি জনবহুল স্থানে পরিবেশ বিষয়ক পথনাট্য প্রদর্শন করে।

বন্ধু চুলা সংক্রান্ত
প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন
মোবাইল ঃ ০১৮৩৩-১০৪১০০
০১৮৩৩-১০৪২৯০

বন্ধু চুলা প্রোগ্রামের উদ্দেশ্যঃ
২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যেক পরিবারে সনাতন চুলার পরিবর্তে জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বন্ধু চুলা স্থাপন করা।

আসাদ এখন স্বাবলম্বী

মোঃ আসাদুল ইসলাম

নাম তার আসাদুল। নিজের ব্যবসা কীভাবে প্রসার ঘটাবেন তা নিয়ে বিচলিত তিনি। ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখ থেকে 'বন্ধু চুলার বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ' এর উদ্যোক্তা হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে 'বন্ধু চুলা' তৈরি ও বিক্রি শুরু করেন। প্রথম দিকে তার বিক্রি ভালো না হলেও ধোঁয়াবিহীন, জ্বালানি সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব 'বন্ধু চুলার' গুণাগুণ চার পাশে ছড়িয়ে পড়লে এ চুলার বিক্রি ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। বন্ধু চুলার ব্যবসা করে আর্থিকভাবে অনেক লাভবান হন জনাব আসাদুল। আজ নিজে আসাদুল স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'আশা স্যানেটারিতে' আরও ১০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। 'বন্ধু চুলার' আশীর্বাদে বদলে যায় তার ভাগ্য।

মো.আসাদুল ইসলাম
উদ্যোক্তা, আশা স্যানেটারি, বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম
সাবলাট, শালিখা, মাগুরা।

আব্দুস সাত্তারের ভাগ্য বদলে গেল বন্ধু চুলার আশীর্বাদে

আব্দুস সাত্তার

নোয়াখালী জেলার, কবির হাট উপজেলায়, ভাটিয়া ইউনিয়নের-মাদলা গ্রামের অধিবাসী জনাব আব্দুস সাত্তার একজন ক্ষুদ্র স্যানেটারী ব্যবসায়ী। ২০১৩ এর মে মাসে 'বন্ধু চুলা বাজার উন্নয়ন উদ্যোগ' এর সহকারী জেলা ম্যানেজার মো. ইউসুফ সাহেব আব্দুস সাত্তারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এসে ধোঁয়াবিহীন, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব 'বন্ধু চুলার' গুণাগুণ ও এ চুলার ব্যবসায় লাভ সম্পর্কে বলেন। 'বন্ধু চুলার' গুণাগুণ ও ব্যবসায়িক লাভের কথা শুনে জনাব সাত্তার সাথে সাথে 'বন্ধু চুলার' একজন উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরবর্তিতে সহকারী জেলা ম্যানেজার তাকে 'বন্ধু চুলা' তৈরি প্রসঙ্গে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। আব্দুস সাত্তার তার 'বন্ধু চুলা' তৈরি ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন **'সাত্তার বন্ধু চুলা'**।

তারপর থেকে আব্দুস সাত্তারের শুরু হয় বন্ধু চুলা তৈরি ও বিক্রয়। ক্রমান্বয়ে তার ব্যবসায় লাভ বাড়তে থাকে। সহকারী জেলা ম্যানেজার- জনাব মোঃ ইউসুফ উদ্যোক্তাদের আওতাধীন ইউনিয়নে প্রজেক্টর শো প্রদর্শন করেন। ব্যাপক প্রচারণার ফলে আব্দুস সাত্তারের 'বন্ধু চুলার' বিক্রি অনেক গুণ বেড়ে যায়। লাভের টাকায় জনাব সাত্তার সংসার ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালান। এছাড়াও প্রতি মাসে তিনি ভবিষ্যতের জন্য ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা করে সঞ্চয় করছেন। 'বন্ধু চুলার' ব্যবসা করে তার পরিবার এখন সম্পূর্ন স্বচ্ছল। 'বন্ধু চুলার' ব্যবসা করার ফলে জনাব আব্দুস সাত্তারের জীবন বদলে গেছে।

মো: ইউসুফ
ইউনিট ম্যানেজার, বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।
মোবাইল : ০১৮৩৩-১০৪২৪৪

ইব্রাহিম তালুকদারের ভাগ্যের পরিবর্তন আনলো 'বন্ধু চুলা'

ইব্রাহিম তালুকদার

ফরিদপুর জেলার, সদরপুর উপজেলার শৈল ডুবি গ্রামের ইমান উদ্দীনের একমাত্র পুত্র মোঃ ইব্রাহিম তালুকদার বয়স ৩২ বছর। তিনি প্রায় ৪ বছর যাবৎ স্যানিটারী ব্যবসার সাথে জড়িত। তার বাবা একজন সাধারণ কৃষক। ইব্রাহিম তালুকদার ও তার বাবার আয়ে তাদের পরিবার কোনো রকমে দিনাতিপাত করছিল। ২০১২ সালের আগস্ট মাসের দিকে তার সাক্ষাত হয় বন্ধু চুলা প্রোগ্রামের সহকারী জেলা ম্যানেজার মোঃ রোকুনুজ্জামানের সাথে। তিনি বন্ধু চুলা প্রোগ্রামের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুনে আগ্রহ প্রকাশ করলে মোঃ রোকুনুজ্জামান তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তারপর থেকে তিনি এই প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে একজন উদ্যোক্তা হিসাবে চুলা তৈরি ও বিক্রয় শুরু করেন। ইব্রাহিম তালুকদার যখন বন্ধু চুলার ব্যবসা শুরু করেন তখন তার মাসিক আয় ছিল মাত্র ৬০০০-৭০০০ টাকা এবং তার কারখানায় তিনিসহ ৩ জন কর্মী কাজ করতেন। কিন্তু বর্তমানে তার জীবনের চিত্রটি সম্পূর্ন ভিন্ন। বর্তমানে 'ইব্রাহিম স্যানিটারীর' স্বত্ত্বাধিকারী ইব্রাহিম তালুকদার প্রত্যেক মাসে ১০০ এর অধিক চুলা বিক্রি করেন যার মূল্য প্রায় ৭০,০০০ টাকা। প্রত্যেক মাসে চুলার চিমনি বিক্রয় করেন ৩০০ থেকে ৪০০ টি যার আনুমানিক মূল্য ৪০,০০০ টাকা এবং প্রতি মাসে চুলার ছাঁকনি বিক্রয় করেন প্রায় ২০,০০০ টাকার। এই সকল ব্যবসা থেকে তার এখন প্রতি মাসে আয় প্রায় ৪০ থেকে ৫০হাজার টাকা। এখন তার স্যানিটারী কারখানায় ১৫ জন কর্মী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কর্মীদের জীবনে যেমন এসেছে স্বচ্ছলতা তেমন ইব্রাহিম তালুকদারের জীবনের হয়েছে অভাবনীয় উন্নতি। সারা দেশে ইব্রাহিম তালুকদারের মত বন্ধু চুলার শত শত সফল ব্যবসায়ীরা এখন জীবন যাপন করছেন অনেক স্বচ্ছলভাবে।

প্রতিবেদক
মোঃ আনিসুর রহমান
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক
বন্ধু চুলা প্রোগ্রাম
ফরিদপুর।
মোবাইল নম্বর :০১৮৩৩১০৪১২০

বৃক্ষ নিধন রোধ করুন
বন্ধু চুলা ব্যবহার করুন।

বন্ধু চুলার গুণ

আনোয়ারুল মুহছেনীন

বন্ধু চুলা বন্ধু সবার
বাংলাদেশের পরে।
বন্ধু ভেবে নাও যদি ভাই
বন্ধু চুলা ঘরে-
ধোঁয়া থেকে রক্ষা পাবে
মা ও শিশুর প্রাণ,
অনেক খানি বৃদ্ধি পাবে
পরিবেশের মান।
ঝুল হবেনা রান্না ঘরে
ঘর হবেনা কালো,
বন্ধু চুলা ছড়িয়ে দিবে
পরিবেশে আলো।
জ্বালানি তো লাগবেনা ভাই
আগের মতো আর,
রক্ষা পাবে গাছের জীবন
পরিবেশের আধার।
এমনি আরও কত আছে
বন্ধু চুলার গুণ,
বন্ধু চুলা নিয়ে সবাই
ভরাও নিজের মন।

তোমার পদধ্বনি

প্রদীপ কুমার গাইন

যখন চারিদিকে বিষাক্ত ধোঁয়ার তীব্র দাহন,
বুভুক্ষ শিশুর করুণ আর্তনাদ!
কুমারীর চোখে ঝাপসা আভা,
মায়ের শরীরে রোগের থাবা,
তখনই সকল সমস্যা সমাধানে–
এগিয়ে এলো বন্ধু চুলা। আর,
এক সুরে ধ্বনিত হলো–
আর নয় ধোঁয়া কালি
রোগ আর শোক,
সব ঘরে রবো আমি
সবে সুখী হোক।

চুলা ব্যবহারের সেকাল – একাল

সুচিত্রা হাজং

প্রাচীন কালের মানুষ আগুন জ্বালানো শেখা শুরু করে পাথরে পাথরে ঘর্ষণের মাধ্যমে এবং সেখান থেকেই শুরু হয় মানুষের মনে রান্না করার তাগিদ। তারপর থেকেই মানুষ ব্যবহার করে আসছে বিভিন্ন ধরনের 'চুলা'। তারমধ্য থেকে প্রাপ্ত দুই হাজার (২,০০০) বছরের পুরানো এই 'মাটির চুলা'। যার প্রাপ্তিস্থান মহাস্থানগড়ে। যা বর্তমানে সংরক্ষিত আছে–প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর, মহাস্থানগড়, বগুড়া।

প্রাচীন কালের ব্যবহৃত চুলা

সনাতন পদ্ধতির চুলা জ্বালানি সাশ্রয়ী না হওয়ায় একদিকে যেমন বনজ সম্পদের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে রান্নাঘরে indoor air pollution- এর কারণে নারী ও শিশুরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন পদ্ধতির আধুনিক চুলা আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে চিমনি, ছাঁকনি ও ক্যাপযুক্ত যে চুলাটি পাওয়া যায়, সেটি ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে 'বন্ধু চুলা' নামে প্রচলিত। যেটি এখন গৃহিনীর সত্যিকারের **'বন্ধু'**।

বন্ধু চুলা

মুদ্রণ: রাজু প্রিন্টিং প্রেস, মোবা: ০১৭১৫-০০৪২৩৫